Deba Prasad Das

নেতাজী প্রসঙ্গে

তিন এবং চারের দশকে আমি যখন গান -বাজনা শিখছি , শরীরচর্চা করছি , কলেজ-টলেজে পড়ছি , কলকাতা সহ সারা ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউয়ে উত্তাল। ওদিকে গান্ধীজির " অসহযোগ ", লবণ আন্দোলন , ডান্ডি যাত্রা,বিদেশী দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি নানান কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, এদিকে তারুণ্যের মূর্ত্ত প্রতীক নেতাজীর সশস্ত্র আন্দোলন। গান্ধীজি বলছেন , বৃটিশ এক গালে চড় মারলে তোমার অন্য গালটাও নির্দ্বিধায় পেতে দাও। অন্যদিকে নেতাজী বলছেন , কেউ তোমার এক গালে চড় মারলে উল্টে তার দু-গালেই ক'ষে দুই থাপ্পর লাগিয়ে দাও। বলতেন ,- সাপ মারতে হলে লাঠির দরকার , মনসা পূজো করে সাপ মারা যায় না। উদ্দেশ্য এক হলেও মত ও পথের প্রশ্নে পুরো স্বাধীনতা আন্দোলনই তখন দুই বিপরীত ধারায় প্রবাহিত।গান্ধীজিকে ছোট না করেও বলব , আমার রাজনৈতিক চেতনায় নেতাজীই আমার জীবনে একমাত্র আদর্শ ভারতীয় নেতা। তখন তো কলকাতার এখানে ওখানে প্রায় প্রত্যেকদিনই মিছিল মিটিং লেগেই থাকত। এসব মিটিংয়ে যেখানেই আমি নেতাজীর আসার খবর পেতাম , ছুটে যেতাম। খুব শুনতাম তখন নেতাজীর সেই অগ্নুৎগারী বাণী। শুনে উত্তেজনায় রক্ত একেবারে টগবগ ক'রে উঠত।ঐরকম পৌরুষ,ঐরকম অগ্নিপ্রভ ব্যক্তিত্ব , ঐরকম দেশপ্রেম, পান্ডিত্য আহা ! আমার জীবনে ওরকম মানুষ আমি দ্বিতীয়টি আর দেখিনি। আমার তো মনে হয় বিবেকানন্দের পর এদেশে নেতাজী ছাড়া ওরকম ডায়নামিক পার্সনালিটির মানুষ আর কেউ জন্মাননি। বিবেকানন্দের বাড়ী তো আমাদের পাশের গলিতেই। স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতা , রচনাবলী আমাকে খুব ভাবাতো সে সময়। নেতাজী তো ছিলেন স্বামীজিরই মানসপুত্র। তাই নেতাজীর লেখালেখি, বক্তৃতা সবেতেই আমি খুঁজে পেতাম স্বামীজির সেই ওজস্বিতা , সেই প্রাণ চাঞ্চল্য। সে কারণেই ছেলেবেলা থেকেই আমি ছিলাম নেতাজীর অন্ধভক্ত। নেতাজীকে প্রথম যখন কাছাকাছি দেখি , তখন সবে আমি কলেজে ভর্তি হয়েছি। বোধ হয় ১৯৩৭-৩৮ সনের কথা। থিয়েটার রোডে অর্থাৎ বর্ত্তমান সেক্সপীয়র সরণীতে ঐ যে একটা জাহাজ বাড়ী আছে , সেদিন ছিল ঐ বাড়ীর

"গৃহপ্রবেশ" অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য কাকার সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। কাকার দেখাশোনা করতে আমিও সেদিন কাকার সঙ্গে সেই বাড়ীতে গেছি। চারদিকে প্রচুর লোকজন আসছে যাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। ওধারে ফরাশ পেতে জলসার আয়োজন করা হয়েছে। আমিতো সবাইকে চিনিও না। করারও তেমন কিছু নেই। কি আর করি, একধারে দাঁড়িয়ে লোক জনই দেখছি। হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে দেখি আমার পাশে প্রায় আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন আমার যৌবন সত্তার সমস্ত অংশ জুড়ে বিরাজমান স্বপ্নের রাজপুত্র, সুভাষচন্দ্র বোস। তিনিও ঐ বাড়ীতে নিমন্ত্রিত ছিলেন, সে তো আমি জানতাম না। আমার এখনও মনে আছে, উনি যতক্ষন ঐ বাড়ীতে ছিলেন, আমি অপলক দৃষ্টিতে শুধু তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। মানে, নেতাজীর পাশেই আমি দাঁড়িয়ে আছি, এটা যেন আমি ভাবতেই পারছিলাম না। ওরকম দিব্যকান্তি পুরুষ, চোখে মুখে ঠিকরে পড়ছে ব্যক্তিত্বের তীব্র দীপ্তি। আমার মনের অবস্থা তখন রবীন্দ্রনাথের সেই গানের কলির মতো,-" কাহারে হেরিলাম, এ কী সত্য, এ কী মায়া .....। " নেতাজীর বক্তৃতা শুনে শুনে ভিতরে ভিতরে তো এমনিতেই খুব উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম, তাঁকে চাক্ষুষ ওভাবে দেখে সেদিন মনে হয়েছিল, তিনি যেভাবে যুব সমাজকে ডাক দিচ্ছেন, তাতে আমিও তক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ি সেই মরণ যমুনায়। কিন্তু আমাদের বাড়ীর যে পরিবেশ ছিল এবং সেই পরিবেশে বড় হয়ে আমার মানসিক গঠনটা যেরকম হয়ে গিয়েছিল, তাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে একেবারে স্বদেশীদের দলে নাম লিখিয়ে ফেলা, ইংরেজদের গাড়ীতে বোমা ছুঁড়ে মারা, পুলিশের সাথে লাঠালাঠি করা কিংবা ফাঁসির দড়ি গলায় প'ড়ে একেবারে শহীদ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কর্মকান্ড আমার নিজের জীবনে আমি ভাবতেও পারতাম না। সেই উদ্দাম সাহসটাই আমার ছিল না। আমার মানসিক গঠনটাই সেরকম নয়। হয়তো সোনার চামচ মুখে নিয়ে আমি জন্মাই নি, কিন্তু কোন কিছুর অভাবও জীবনে কোনদিন আমার হয় নি। না ছেলেবেলায়, না বড় হয়ে। জীবন যাত্রার এই যে একটা পরিপূর্ণতা বোধ, হয়তো এর থেকে বেরিয়ে এসে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার, ঐরকম কষ্ট স্বীকার করে নেয়ার মানসিকতাটাই আমার মধ্যে বা আমাদের বাড়ীর কারোর মধ্যেই কোনদিন গড়ে ওঠে নি। কিন্তু দেশ বৃটিশের নাগপাশ মুক্ত হোক, নেতাজীর স্বপ্ন মূর্ত্ত হয়ে উঠুক, এসব নিয়ে ভাবতে ভালবাসতাম খুব। ক্ষুদিরামকে নিয়ে গাওয়া সেই হৃদয় বিদারী গান, -" একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, আমি হাসি হাসি পরবো ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী ....." শুনলে এখনো আমার চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝ'রে পড়ে। কিন্তু ক্ষুদিরামের মতো আমিও একদিন ঐরকমভাবে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফাঁসিতে যাবো, সেটা আমি বা আমাদের বাড়ীর কেউই কোনদিন ভাবতে পারিনি। বরং "সুভাষচন্দ্র" ছবিতে ' তব চরণ নিম্নে..... ' গানটি গেয়ে অথবা সুভাষচন্দ্রের জীবন ও আদর্শকে

নিয়ে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক কোন সৃজনমূলক প্রচেষ্টায় আমার কন্ঠ যদি কোন ভাবে কাজে লেগে থাকে , তবেই আমি ধন্য ।সেই হোক নেতাজীর প্রতি আমার জন্ম- জন্মান্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম ।

আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে নেতাজী ওভাবে হঠাৎএকদিন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন । ' নিখোঁজ' বলছি একারণেই যে তাঁর বহুল প্রচারিত মৃত্যু সংবাদ নিয়ে ভারতবাসী এখনো মুখ্যত দুই শিবিরে বিভক্ত । তিনি ঐ প্লেনে আদৌ ছিলেন কিনা , দুর্ঘটনা স্থল থেকে উদ্ধার করা ঐ ঘড়িটি আদৌ নেতাজীর ঘড়ি ছিল কিনা, অথবা নেতাজীর দেহ ভস্ম ব'লে কথিত ঐ ভস্ম আদৌ কোন মানুষের ভস্ম কিনা, এই সব বিতর্ক নিয়ে এদেশে ও বিদেশে বহুদিন ধরে বিভিন্ন মহলে বহুবার জল ঘোলা হয়েছে এবং হচ্ছে । আমরা যারা নেতাজীর ভক্ত , ভক্তি করা ছাড়া যাদের আর তেমন কিছুই করার নেই , তাঁরা সে সব সংবাদে বারবার শুধু শিহরিত হয়েছি , আতঙ্কিত হয়েছি , আশ্চর্য হয়েছি । অনেকেই আড়ালে আবডালে তখন মন্তব্য করতেন যে ঐ দুর্ঘটনার পুরোটাই পূর্ব- পরিকল্পিত সাজানো ঘটনামাত্র । ঐ প্লেনে নাকি নেতাজী আদৌ ছিলেন না । বৃটিশের সাথে যোগসাজস করে কে বা কারা নাকি বিশেষ উদ্দেশ্যে নেতাজীকে সেদিন ভারত ইতিহাস থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন । যাই হোক, নেতাজীর মৃত্যু বিতর্ক নিয়ে এরকম অনেক কথাই সেদিন আমাদের কানে আসত । আমাদের চেতন মন এসব উড়ো খবরে তেমন আমল দিত না ঠিকই ,কিন্তু অবচেতন মনে আমরা ভেবে পেতাম না যে নেতাজীর মতো ওরকম মানুষকে ওভাবে সরিয়ে দেবার মতো পৈশাচিক ষড়যন্ত্র করা কোন মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা । তবে আরো অনেকের মতো একটি ব্যাপারে আমিও নিশ্চিৎ ভাবে বিশ্বাস করি যে, নেতাজীর মতো মানুষের মৃত্যু রহস্য উদ্ধারের কাজে সরকারী তরফে যে ভাবে যতটা সক্রীয় চেষ্টা চালানো উচিত ছিল , সেটা সেভাবে হয়নি । তাছাড়া সরকারী তথা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা বিদ্বজ্জন মহলে যেভাবে নেতাজীর মূল্যায়ন হওয়া উচিৎ ছিল , সেটাও এদেশে আদৌ হয়নি । বরং আমার তো মনে হয় স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল পরে তাঁকে ভারতরত্ন দিয়ে সম্মান জানানোর নামে ভারত সরকার তাঁর ভীষণ অবমাননাই করেছেন । নেতাজীর মৃত্যু রহস্য নিয়ে এর চেয়ে বেশী কিছু আমার জানা নেই এবং জানবার কথাও নয় । আমি রাজনীতি সচেতন ঠিকই কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে আমার কোনই অবদান নেই । কোন রাজনীতিককে নিয়ে গবেষণাধর্মী কোন আলোচনারও অধিকারী আমি নই । তবু নেতাজীর রচনাবলী পড়ে ,তাঁর বিশ্বস্ত জীবনী গ্রন্থাদি পড়ে,তাঁর বক্তৃতা ইত্যাদি শুনে এবং লোকমুখে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প ইত্যাদি জেনে তাঁর সম্পর্কে আমার একটা ধারণা হয়েছে যে , তিনি যতটা দেশপ্রেমী ছিলেন , যতটা আদর্শবান সুপন্ডিত ছিলেন,যতটা নির্ভিক যোদ্ধা ছিলেন ,সেই তুলনায় হয়তো ততটা রাজনীতিক তিনি আদৌ ছিলেন না । অন্তত রাজনীতি বলতে

এদেশে তথাকথিত অর্থে যে নীতিকে আমরা বুঝে থাকি, সে নীতিতে নেতাজী মোটেও তেমন পারদর্শী ছিলেন না। তাঁর একজন অন্ধ ভক্ত হিসেবে এটা একান্তই আমার ব্যাক্তিগত ধারণা। অন্যদের সাথে আমার সে ধারণা নাও মিলতে পারে।

নেতাজীর মৃত্যু রহস্য এখনো উন্মোচিত হয়নি। হয়তো হবেও না আর কোনদিন। তাই স্পষ্ট ক'রে কোনদিনই বলা যাবে না যে, তিনি মারা গেছেন অথবা হারিয়ে গেছেন। কিন্তু ঘটনা যা-ই ঘটে থাকুক, ঐ প্লেন দূর্ঘটনার সাথে সাথে ভারতভূমি থেকে নেতাজীর ওরকম ভাবে বেমালুম উবে যাওয়া ভারতবাসীর জন্য আক্ষরিক অর্থেই চরমতম দূর্ভাগ্যের সূচক। স্বাধীনত্তর ভারতে এই পঞ্চাশ বছরে আমরা ভারতবাসীরা যা দেখলাম বা দেখতে বাধ্য হলাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নেতাজী থাকলে সেটা কোনদিনই হতে পারত না। নেতাজী ওভাবে হঠাৎ অন্তর্হিত না হয়ে গেলে, এ ভারত-বর্ষ ডেফিনিটলি অন্য ভারতবর্ষ হ'ত। আমি তো পঞ্চাশ বছর ধরে বম্বেতে আছি এবং গান-বাজনার তাগিদে ছুটে বেড়িয়েছি ভারতবর্ষের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। মহারাষ্ট্র,গুজরাত, মাদ্রাজ সর্বত্র দেখছি যে the youth of India বার বার বলেছে,"We need Netaji, his leadership" মানে by and large the youth of India মেনে নিয়েছিলেন নেতাজীর leadership. And they were looking forward to be led by Netaji. কিন্তু একটা মুশ্কিল হয়েছিল কি, আমাদের দেশে দেশের ক্ষমতা গুলো এমন একটা হাতে গিয়ে ন্যস্ত হয়ে পড়েছিল, যেখানে যুব সমাজের কোন প্রবেশাধিকারই ছিলনা। সেই ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে যুবসমাজও তেমন কোন একটা নেতৃত্ব এদেশে খুঁজে পায়নি এবং তারা নিজেরাও ভাবতে চেষ্টা করেনি যে, যেভাবে তাদেরকে চালানো হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। আমি আমার পারিবারিক জীবনে সবসময় শুনে এসেছি যে মানুষের বয়স যত বাড়তে থাকে, তার জীবনী শক্তি, বুদ্ধি বিবেচনা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। কিন্তু এদেশে দেখি উল্টো ব্যাপার। পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়স না হলে নাকি the intellect of a person অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষই হয়না। এবং রাজনীতির ক্ষেত্রেই দেখলাম এই উল্টো সত্যটা সবচেয়ে বেশী কার্যকর। প্রায় চলৎশক্তিহীন হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কেউ রাষ্ট্রপতি হয়েছেন বা কোন রাজ্যের রাজ্যপাল হয়েছেন এমনটা হতে এদেশে আমি দেখেনি। তখনি প্রশ্নজাগে তাহলে কি রাজনীতিকদের বার্ধক্যের বারানসী এই সব রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির পদ গুলো ? অথচ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথিবীতে যারা তাদের অবদানের জন্য আজ বরণীয়, সেই বিবেকানন্দ, নেপোলিয়ন প্রমূখ প্রত্যেকেরই প্রায় চল্লিশের মধ্যে বয়স। আমার তো মনে হয়, কেউ যদি এদেশের যুবশক্তিকে properly exploit করতে পারতো, তবে এ ভারতবর্ষ অবশ্যই জগতের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ দেশ হতে পারত। অথচ সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে আজ আমার মনে হয়,- our India is the worst

place to live in today. নেতাজী থাকলে কিছুতেই এমনটা হতে পারতো না। এখনো সময় আছে , শুধু কথায় নয় , শুধু দূরদর্শনের পর্দায় 'মেরা ভারত মহান' নয়, বাস্তবিক গৌরবময় ভারত গড়বার , কল্পনার মহান ভারতকে বাস্তবের মহত্তের দোরে এগিয়ে নিয়ে যাবার। But to achieve that state of glory,we must have to have fresh brain and fresh blood , but not the exhausted ones.